





শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

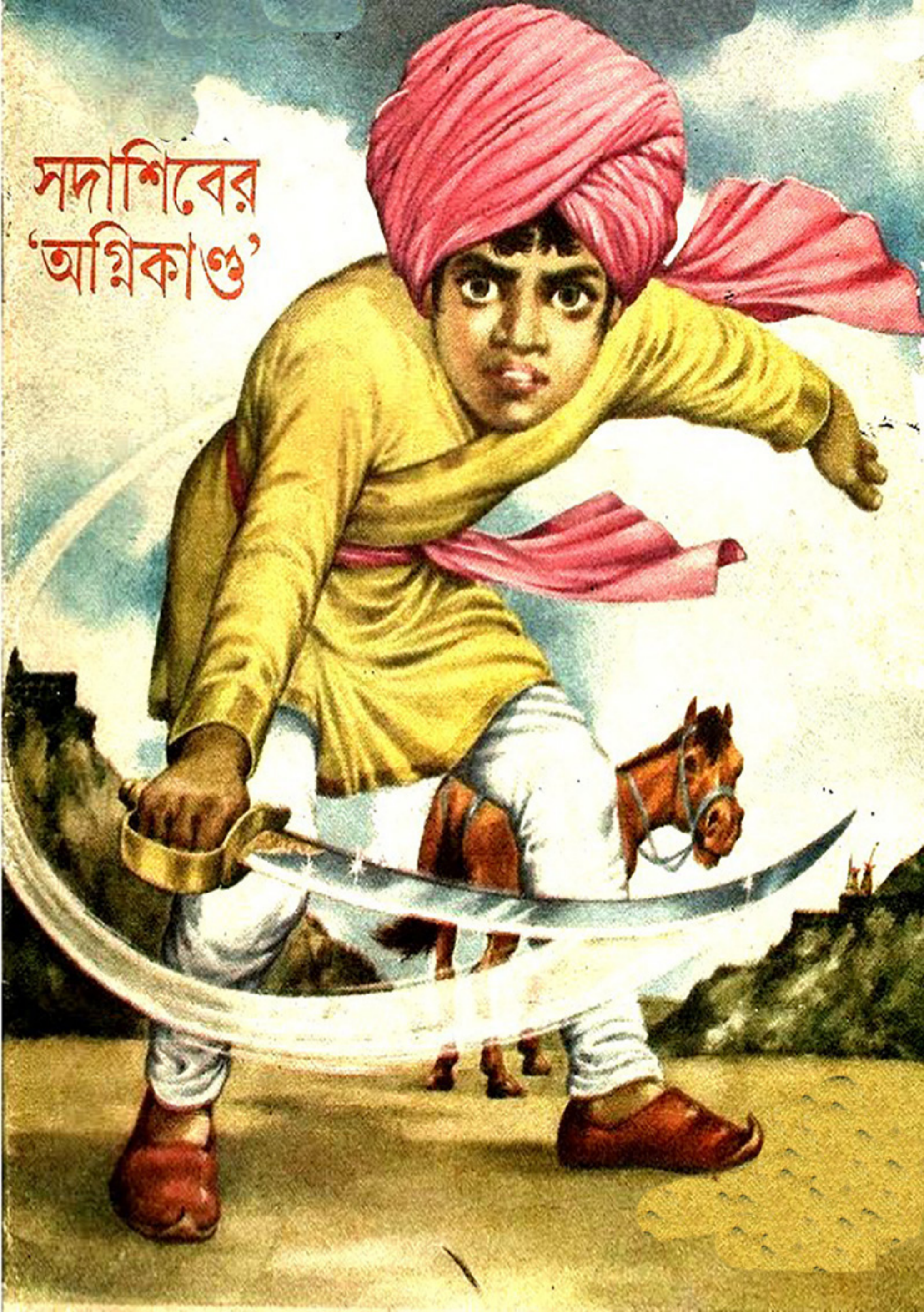
সদাশিব অগ্নিকাণ্ড



চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

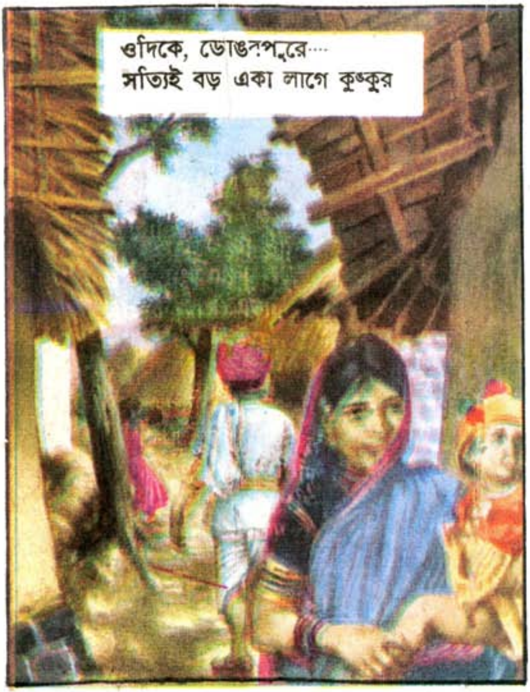




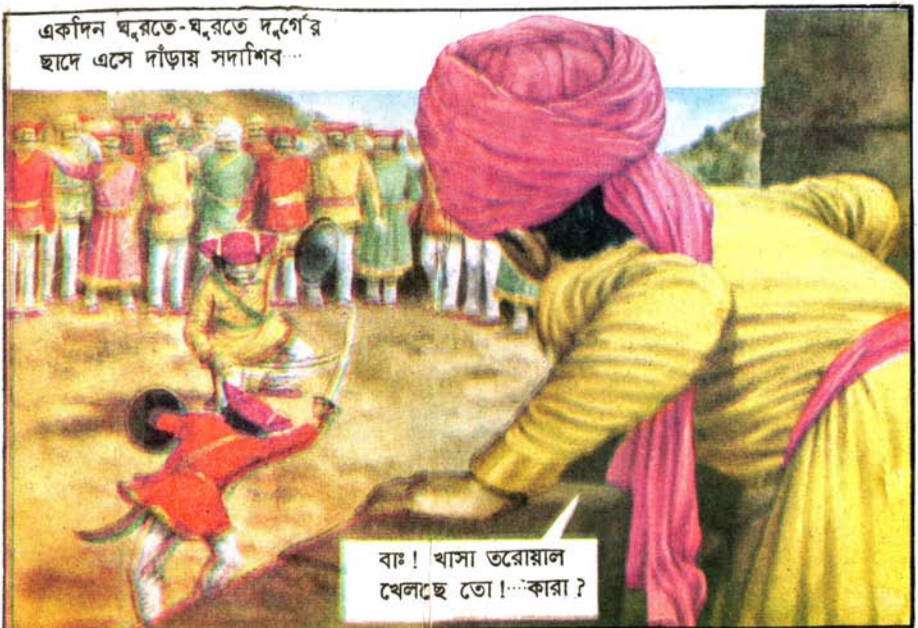

সদাশিবের
'অগ্নিকাণ্ড'


তোর্না দুর্গ
মহা আনন্দে দিন কাটে সদাশিবের। এত লোক-লশকর সৈন্য-সেপাই —যেন মস্ত একান্নবর্তী পরিবার। সবাই সদাশিবকে আপন করে নেয়। বিশেষ করে মা জিজাবাঈ
চুপটি করে সব খেয়ে ওঠো দেখি! মনে রেখো, শিব্বার মতো তোমারও আমি মা। কথা না শুনলেই পিটুনি!
আর পারছি না যে!
আবার! তুমি না লড়াই করবে? না খেলে জোর আসবে কোত্থেকে?
এত খাওয়া অভ্যেস নেই তো!


আহা রে! মামাবাড়িতে কেউ খেতে দিত না বুঝি?
কুঙ্কু নইলে অ্যাদ্দিনে মরেই যেতাম!
কে কুঙ্কু?
সদাশিব তখন জিজামা-কে কুঙ্কু সম্বন্ধে সব কথা বলে
বাঃ! ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তো!
বলতে বলতে সদাশিবের মন ভেসে চলে যায়...
না জানি ডোঙরপুরে একা-একা কী করছে কুঙ্কুটা!


ওদিকে, ডোঙরপুরে····
সত্যিই বড় একা লাগে কুঙ্কুর


ভগবান !
সদাশিবকে দেখো।

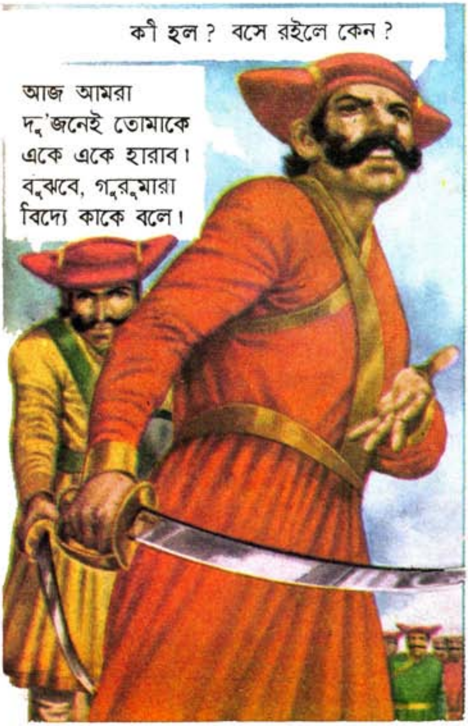

একদিন ঘুরতে-ঘুরতে দুর্গের ছাদে এসে দাঁড়ায় সদাশিব···
বাঃ ! খাসা তরোয়াল খেলছে তো !···কারা ?


কুছ পরোয়া নেই! সামলাও!
কী বন্ধু, এবার?


শাবাশ তানাজী মালসরে! শাবাশ যেসাজী কঙ্ক! লড়ে যাও!
বহুত আচ্ছা!

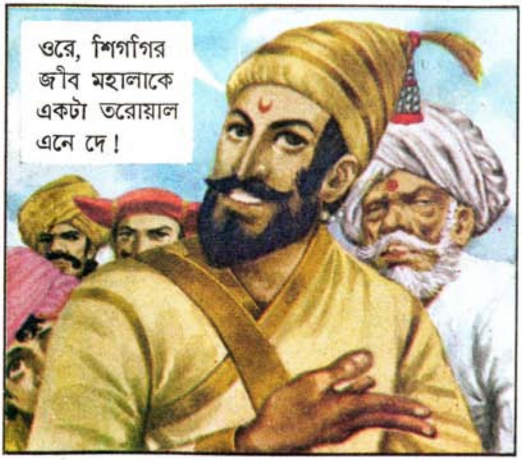

তানাজী আর যেসাজী—শিবাজীর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু…দুজনই বীর —দু'জনেই মস্ত যোদ্ধা
কী হে? এবার তোমারও একহাত হয়ে যাবে নাকি?
আমি! ওই দুধের বাছাদের সঙ্গে?


বটে, বটে! ওহে তানাজী যেসাজী,—শোনো, জীব মহালা কী বলছে। বলছে, তোমরা নাকি এখনও 'দুধের বাছা'!
কচি ছেলের দল!
ওরে আমার কে রে! —এগিয়ে এসো···· দেখাচ্ছি মজা!
আগে আমার সঙ্গে লড়ো। বুঝবে হিম্মত


কী হল? বসে রইলে কেন?
আজ আমরা দু'জনেই তোমাকে একে একে হারাব। বুঝবে, গুরুমারা বিদ্যে কাকে বলে।


বলে কী?
ফুঃ— !!


ওসব কায়দা ছাড়ো।
সাহস থাকে তো
এগিয়ে এসো।
নাপিতভায়া মহা
চালাক! বেগতিক
বুঝে পেছোচ্ছে।
শোনো, কী বলছে!
হুঁ....তাহলে তো
দেখছি একবার
উঠতেই হল!


ওরে, শিগগির
জীব মহালাকে
একটা তরোয়াল
এনে দে!


একটা নয়,
—দুটো!


দুটো?
—দুটো তরোয়াল দিয়ে
কী করবে?
দুধের বাছাদের
একটু পরখ করে দেখি।

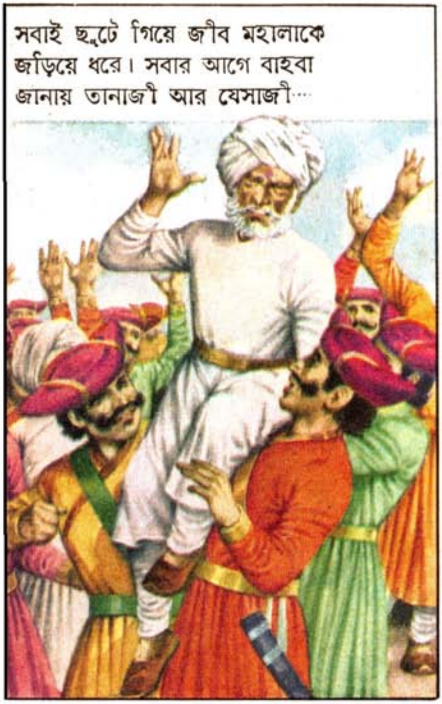

জয় মা ভবানী!
ঝন্‌ঃ!
ঝন্‌ঃ
ঝন্‌ঃ ঝনাত্‌ঃ
ঝন্‌ঃ
ঝনাত্‌ঃ



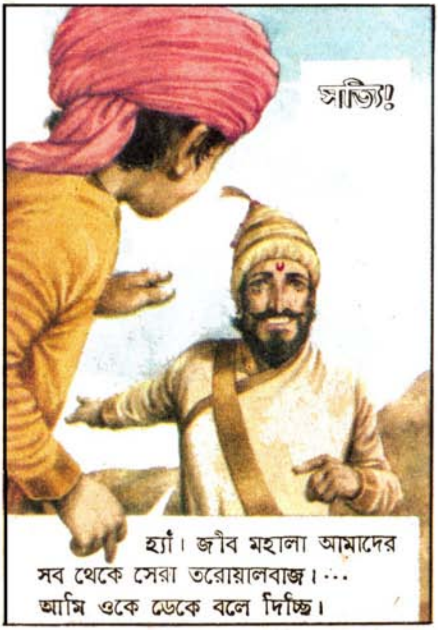


চোখের নিমেষে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে জীব মহালা




সবাই ছুটে গিয়ে জীব মহালাকে জড়িয়ে ধরে। সবার আগে বাহবা জানায় তানাজী আর যেসাজী···

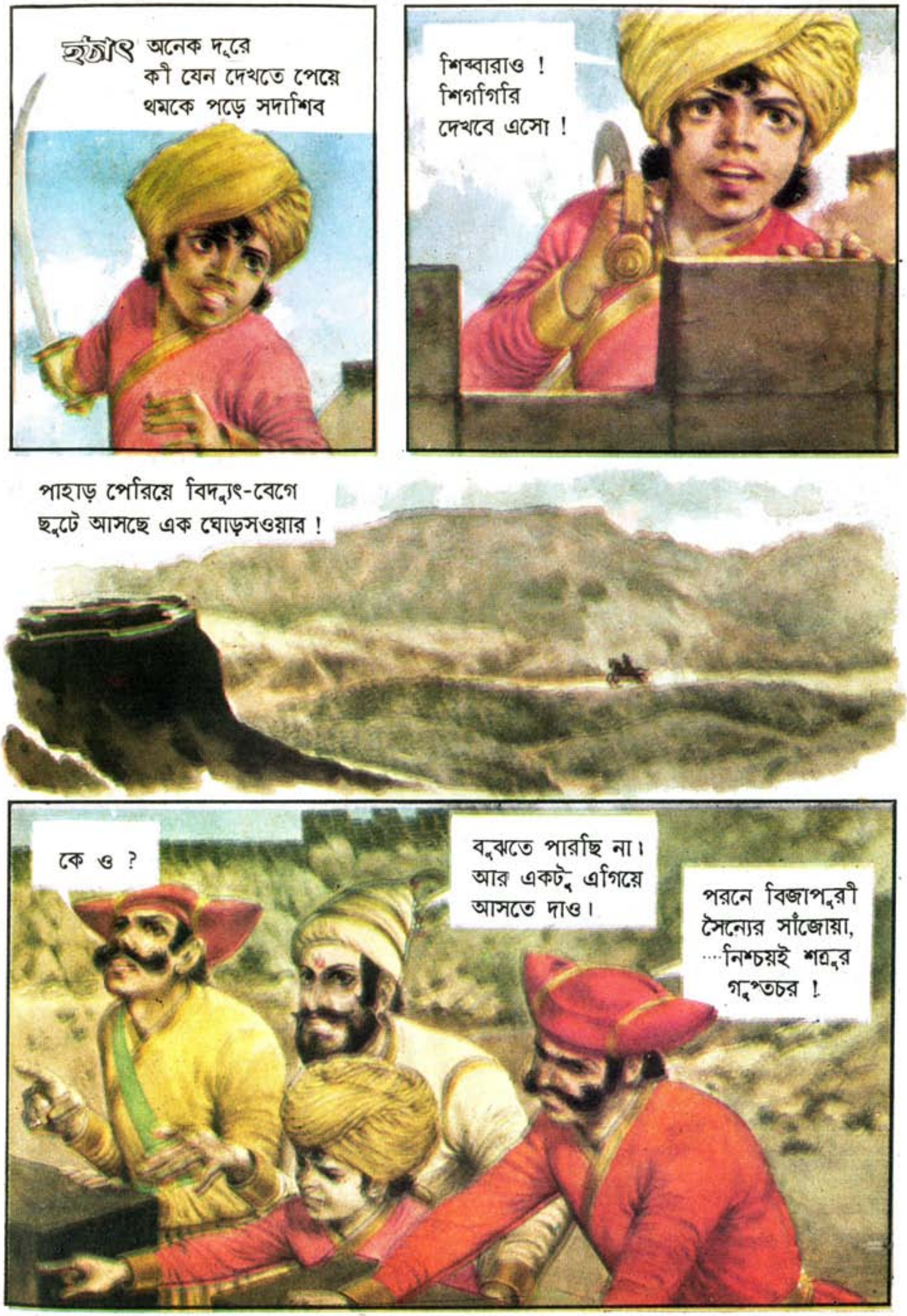

ইশ! আমিও যদি ঐরকম তরোয়াল খেলা জানতাম —তাহলে তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারতাম
সামনে বর্ষা, বেশ কিছুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ। এই ফাঁকে জীব মহালার কাছে তুমি তরোয়ালটা শিখে নাও।


সত্যি!
হ্যাঁ। জীব মহালা আমাদের সব থেকে সেরা তরোয়ালবাজ।··· আমি ওকে ডেকে বলে দিচ্ছি।


শিবাজীর নির্দেশে
জীব মহালার কাছে সদাশিবের অস্ত্রশিক্ষার শুরু হয়

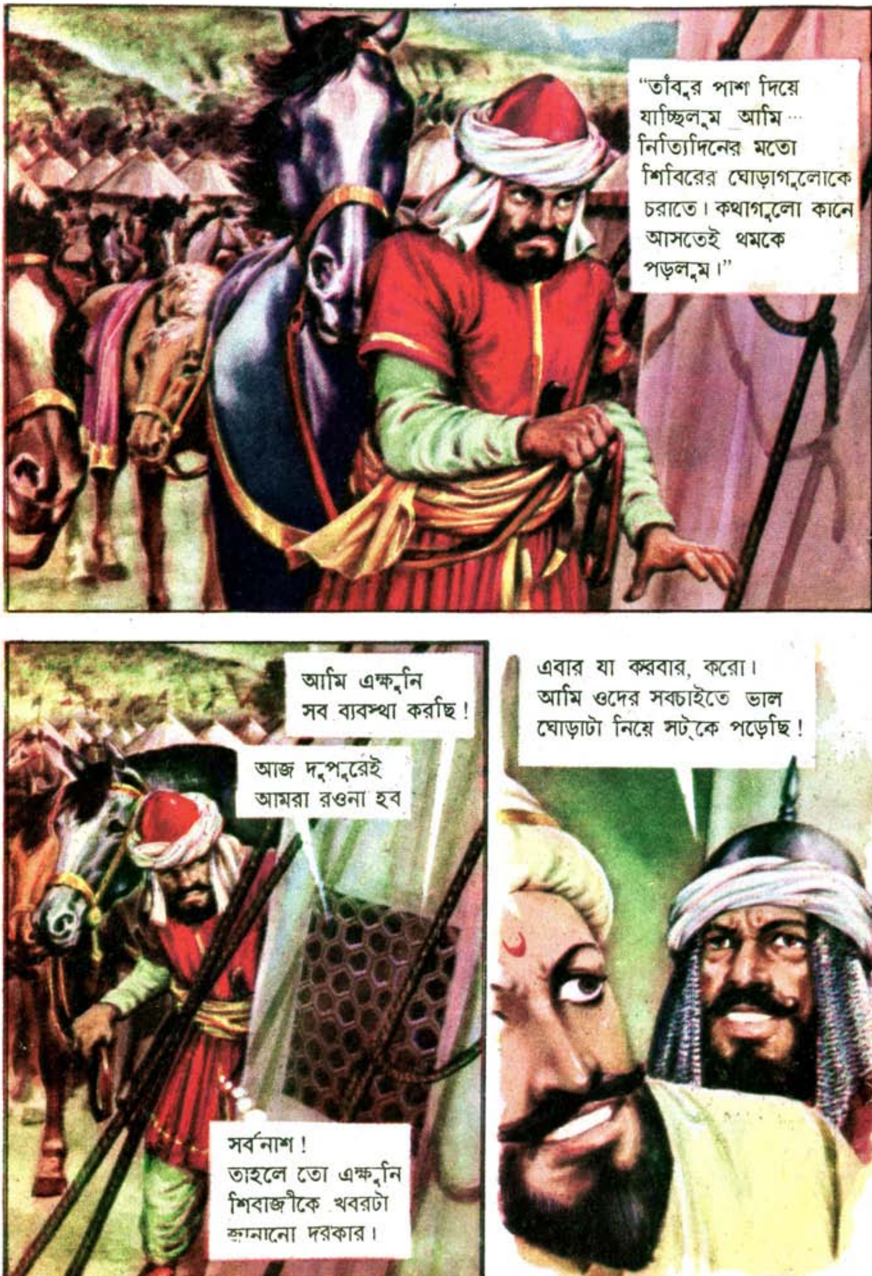

দেখতে-দেখতে খুদে সদাশিব জীব মহালার খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।
বাঃ! এই তো!
শাবাশ! মন দিয়ে শেখো। তোমার হবে!
হতেই হবে! কার পিঠে চেপে এসেছে দেখতে হবে তো!
এদিকে মহারাষ্ট্রে ঘোর বর্ষা নামে
পাগলা দুটোর কাণ্ড দেখেছ মা?
শিগগির মানা কর। জলে ভিজে অসুখ বাধাবে যে!
অত ভেবো না। তোমার ছেলেদের একটু দামাল হতে দাও। তবেই না শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারবে।


বর্ষা প্রায় শেষ... একদিন দুর্গের ছাদে বসে মায়ের সঙ্গে পাশা খেলছেন শিবাজী
দশহরার মোটে পাঁচ দিন বাকি। যুদ্ধযাত্রার মাঙ্গলিকের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো মা ?
হ্যাঁ রে বাবা,—হ্যাঁ,
পাগলাটার কাণ্ড দেখেছিস যেসাজী ?
একা একাই হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে
সত্যি, শুধু লড়াই নয়-- হাওয়ার সঙ্গে আপন মনে বকে চলে সদাশিব
রে রে পাপিষ্ঠ মোগল ফৌজ ! এই নে, কচুকাটা করলুম !
নরাধম বিজাপুরী দস্যু ! ঘ্যাচাং !!
দেখিস বাবা, নিজের গায়েই খোঁচাখুঁচি লাগিয়ে ফেলিস না

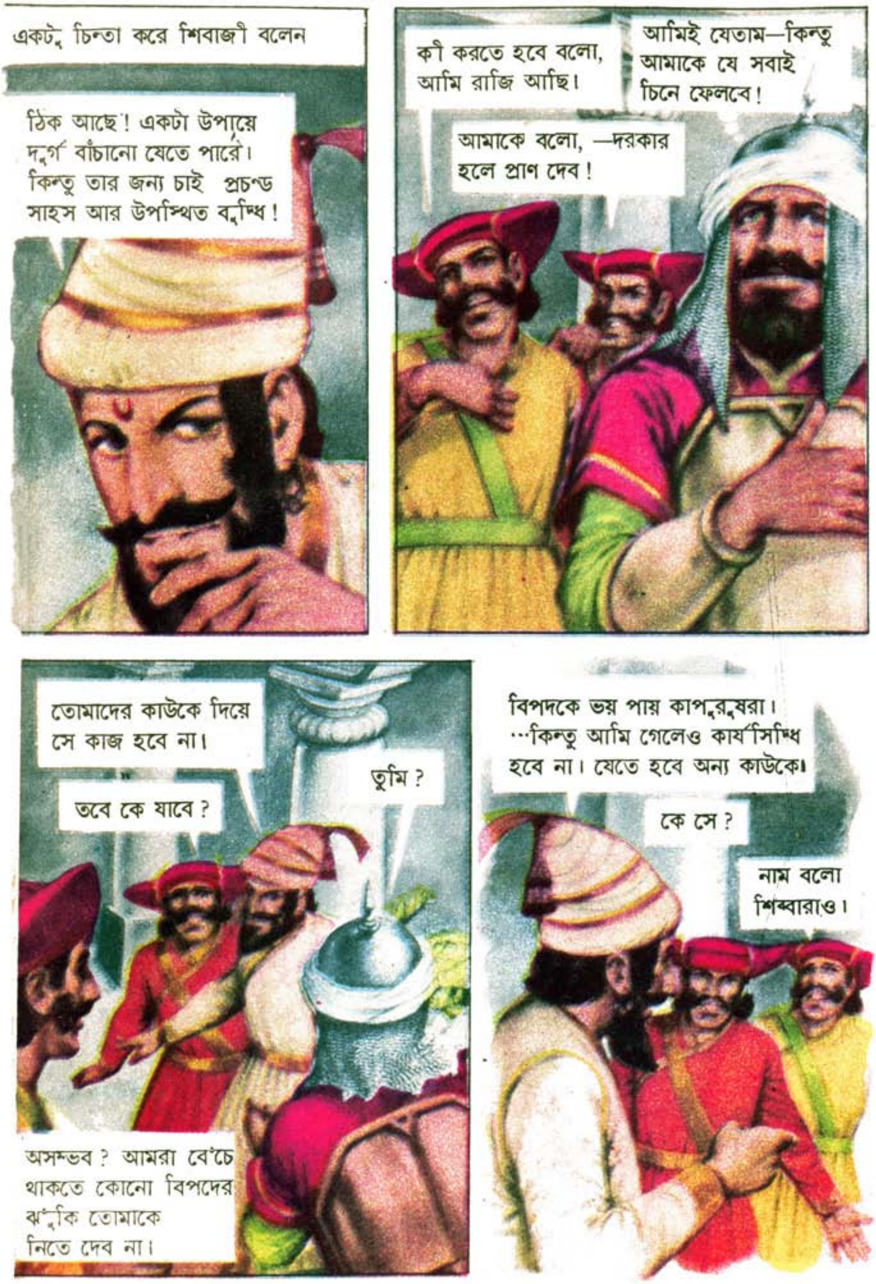

হঠাৎ অনেক দূরে
কী যেন দেখতে পেয়ে
থমকে পড়ে সদাশিব
শিব্বারাও !
শিগগির
দেখবে এসো !
পাহাড় পেরিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে
ছুটে আসছে এক ঘোড়সওয়ার !
কে ও ?
বুঝতে পারছি না।
আর একটু এগিয়ে
আসতে দাও।
পরনে বিজাপুরী
সৈন্যের সাঁজোয়া,
....নিশ্চয়ই শত্রুর
গুপ্তচর !

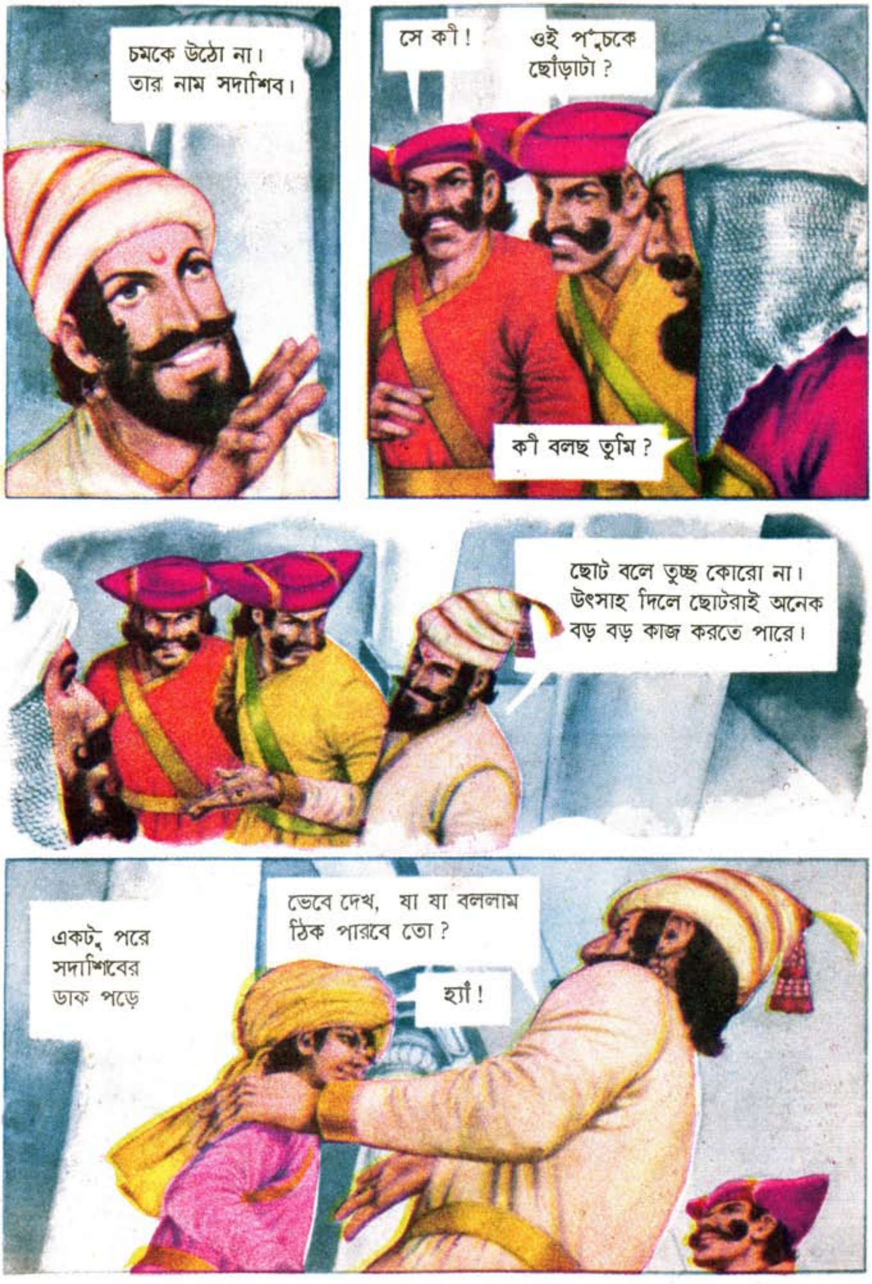

আরে ! ও যে রস্তাজী !
আমাদেরই গুপ্তচর !
শিগ্গির দুর্গদ্বার খোলো। জরুরি খবর আছে !


একটু পরে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে...
খবর খারাপ! বিজাপুরী সেনাপতি লিয়াকত খাঁ সাত হাজার ফৌজ নিয়ে এগিয়ে আসছে—এই তোর্না দুর্গ ঘেরাও করতে!
বল কী রত্নাজী?
তুমি ঠিক জানো?
তবে আর বলছি কী? তোমার নির্দেশে গুপ্তচরের কাজে বিজাপুরী সৈন্য সেজে ঢুকে পড়েছিলাম খোদ লিয়াকত খাঁ-র বাহিনীতে। আজ সকালে শুনি....
বিজাপুরী সেনাপতি লিয়াকত খাঁ-র শিবির
কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়। কাল দুপুরের মধ্যেই তোর্না দুর্গ অবরোধ করে তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেব। দেখি কোথায় পালায় শিবাজী!
জো হুকুম সেনাপতি!


"তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম আমি··· নিত্যিদিনের মতো শিবিরের ঘোড়াগুলোকে চরাতে। কথাগুলো কানে আসতেই থমকে পড়লুম।"
আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি!
আজ দুপুরেই আমরা রওনা হব
সর্বনাশ! তাহলে তো এক্ষুনি শিবাজীকে খবরটা জানানো দরকার।
এবার যা করবার, করো। আমি ওদের সবচাইতে ভাল ঘোড়াটা নিয়ে সটকে পড়েছি!


খুবই চিন্তিত দেখায় শিবাজীকে।
ওদের আছে সাত হাজার সৈন্য। আমাদের মোটে আড়াইশো। ওদের কামান আছে, বারুদ আছে—আমাদের একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই!
তাহলে?
এ-অবস্থায় যুদ্ধ মানেই মৃত্যু! চলো, ওরা আসবার আগেই দুর্গ ছেড়ে চলে যাই
কী বলছ তুমি!
দুর্গ যে শত্রুরা দখল করে নেবে!
প্রাণ গেলেও দুর্গ দেব না। —ওদের সঙ্গে মোট কটা বারুদের পিপে আছে, বলতে পারো?
একশোটা!


একটু চিন্তা করে শিবাজী বলেন
ঠিক আছে! একটা উপায়ে দুর্গ বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই প্রচণ্ড সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি!
কী করতে হবে বলো, আমি রাজি আছি।
আমিই যেতাম—কিন্তু আমাকে যে সবাই চিনে ফেলবে!
আমাকে বলো, —দরকার হলে প্রাণ দেব!
তোমাদের কাউকে দিয়ে সে কাজ হবে না।
তবে কে যাবে?
তুমি?
অসম্ভব? আমরা বেঁচে থাকতে কোনো বিপদের ঝুঁকি তোমাকে নিতে দেব না।
বিপদকে ভয় পায় কাপুরুষরা। ···কিন্তু আমি গেলেও কার্যসিদ্ধি হবে না। যেতে হবে অন্য কাউকে।
কে সে?
নাম বলো শিব্বারাও।


চমকে উঠো না। তার নাম সদাশিব।
সে কী!
ওই পুঁচকে ছোঁড়াটা?
কী বলছ তুমি?
ছোট বলে তুচ্ছ কোরো না। উৎসাহ দিলে ছোটরাই অনেক বড় বড় কাজ করতে পারে।
একটু পরে সদাশিবের ডাক পড়ে
ভেবে দেখ, যা যা বললাম ঠিক পারবে তো?
হ্যাঁ!

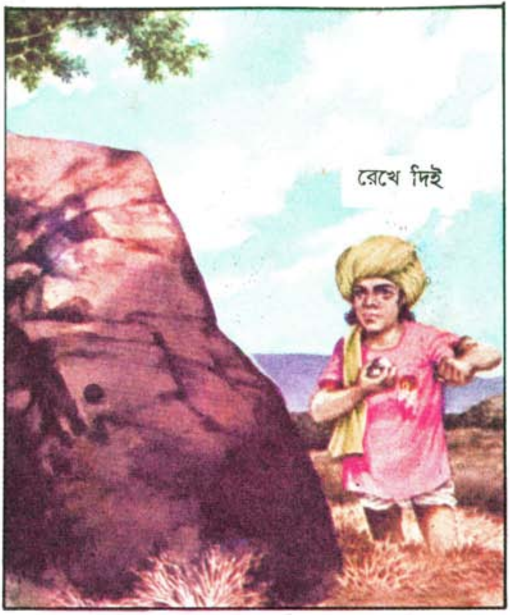

পরদিন খুব ভোরে···
একপাল ছাগল নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে সদাশিব··· এক হাতে পাঁচনবাড়ি অন্য হাতে লম্বা নারকেল দড়ির তাল
মা-ভবানী! ··· মুখ রেখো। শিম্বা রাওয়ের বিশ্বাসের মর্যাদা যেন রাখতে পারি!
আয় বাবা, বেশি চ্যাঁচাসনি!—জলার ধারে আগে পৌঁছই—তারপর তোরা ঘাস খাবি··· আর আমি বসে বসে পাহারা দেব···
ভ্যাঁ···!
ভ্যাঁ—


অনেকটা পাথুরে জমি আর
জঙ্গল পেরিয়ে সেই জলা
নে,—কত ঘাস খাবি খা। আমি একটা জায়গা খুঁজে বসি
একটা টিলা খুঁজে বসে পড়ে সদাশিব
···দূরে নজর রাখে···
ওই তো সেই রাস্তা—যেটা দিয়ে বিজাপুরী ফৌজ আসবে!


জলার উপরে নির্জন গিরিপথ— যতদূর দেখা যায় ধূ ধূ করছে…
মেঘলা আকাশে এই রোদ… এই ছায়া…
হঠাৎ সদাশিবের চোখে পড়ে…
সূর্যের আলোয় কিছু দূরের কয়েকটা পাথর যেন জ্বলছে…
আরে !

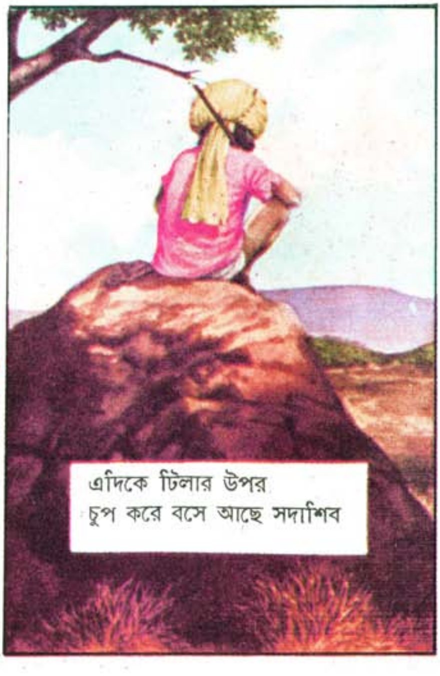

কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে
কয়েকটা পাথর কুড়োয় সদাশিব। একটার সঙ্গে আরেকটা ঠুকে দেখে।
আরে, এই তো!


এই তো চকমকি পাথর! যাক,
এই দিয়ে আগুন জ্বলবে!

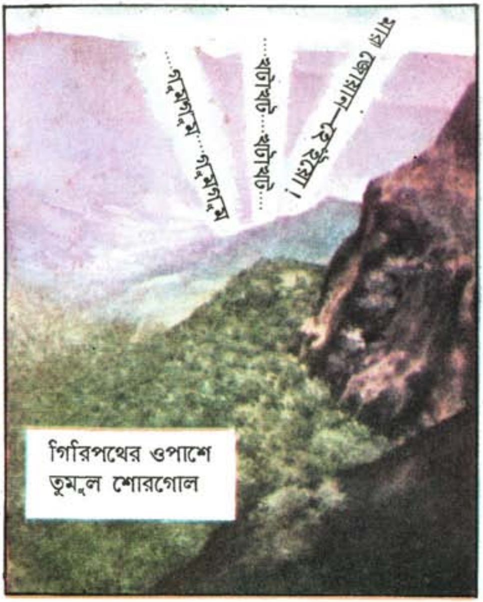

রেখে দিই

ওদিকে, তোর্না দুর্গে ....

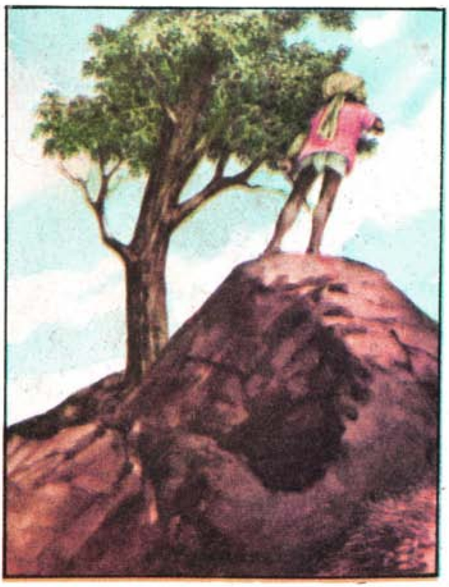

ওর ওপর আমার বিশ্বাস আছে
কে জানে সদাশিবটা এখন কী করছে ....!


এদিকে টিলার উপর চুপ করে বসে আছে সদাশিব





তাড়াতাড়ি উঠে দেখবার চেষ্টা করে সদাশিব

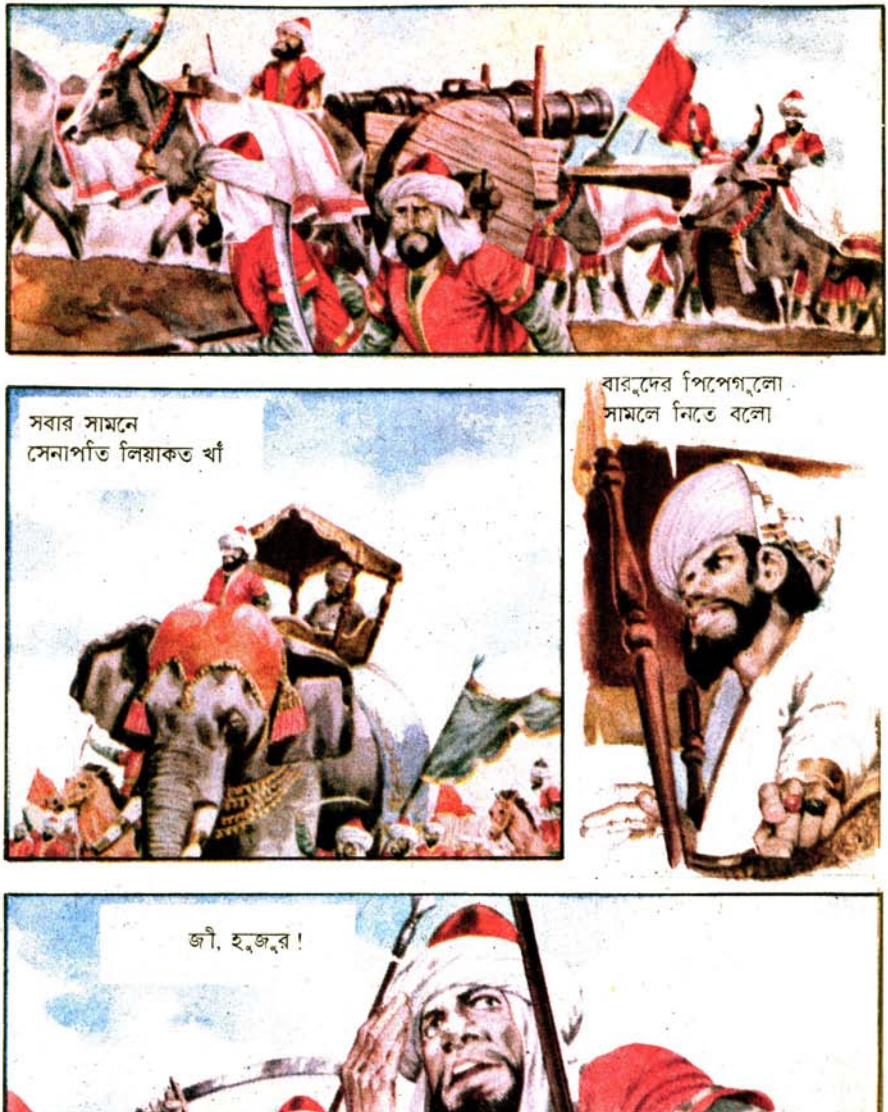





পাহাড় পেরিয়ে এগিয়ে আসছে
সাত হাজার বিজাপুরী ফৌজ

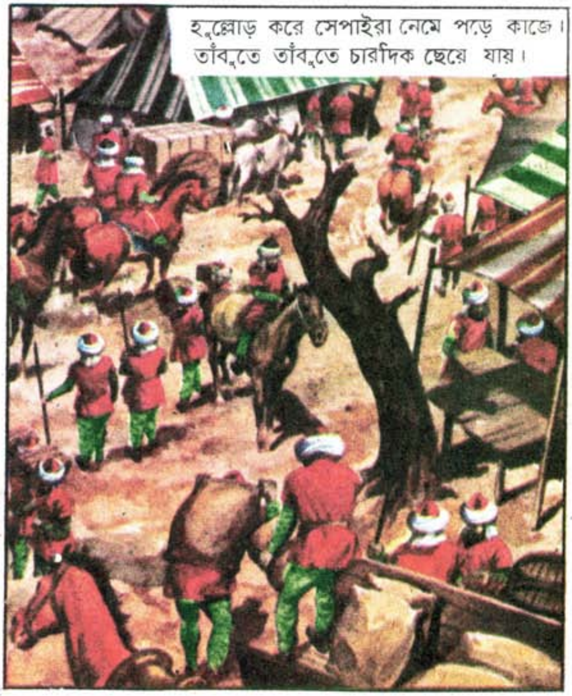


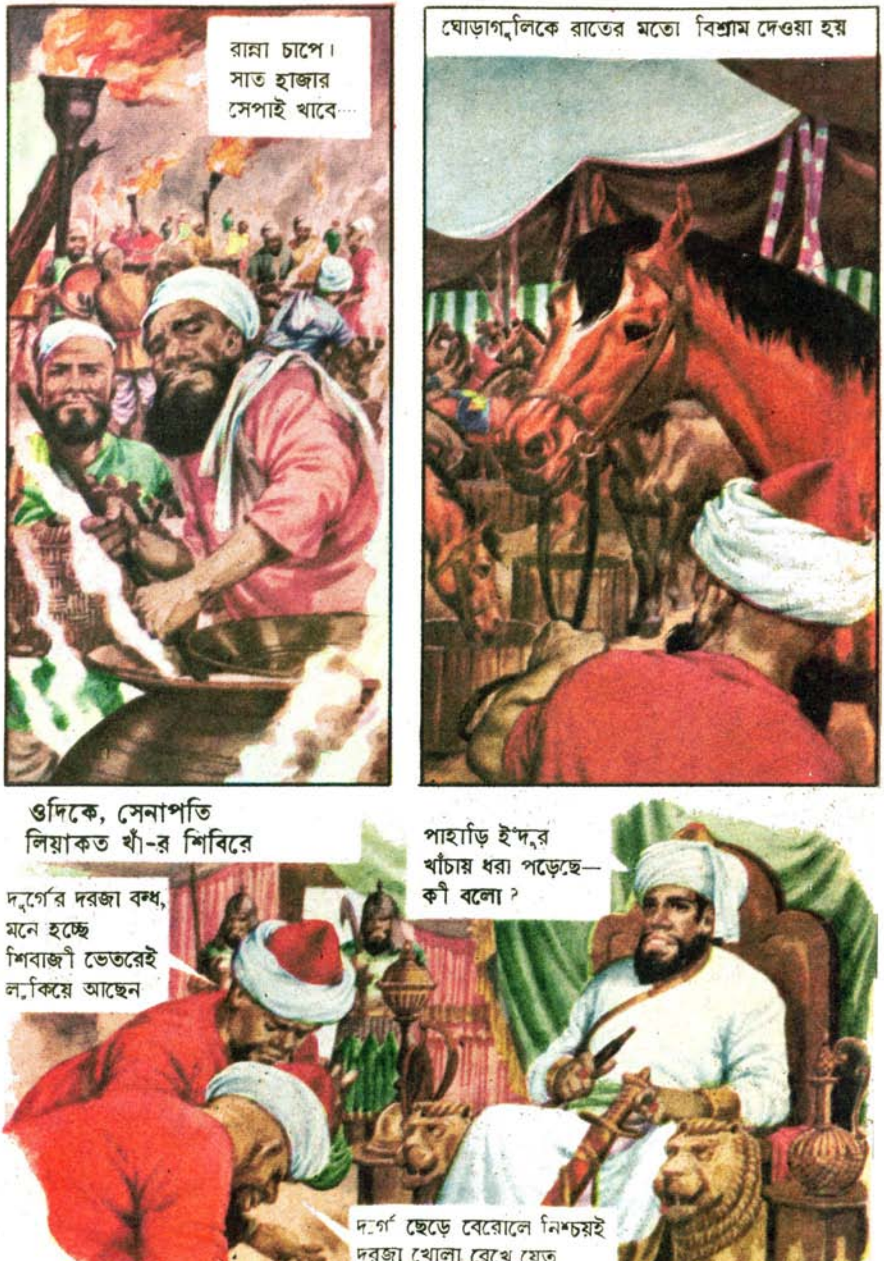



সবার সামনে
সেনাপতি লিয়াকত খাঁ
বারুদের পিপেগুলো
সামলে নিতে বলো
জী, হুজুর !


বেলা তখন তিন প্রহর···
দাঁড়াও!—বেলা পড়ে এসেছে। আজ রাতটা দুর্গ ঘিরে এখানেই অপেক্ষা করব। সাবধান, কাছে যেয়ো না। গুলি ছুঁড়তে পারে।


এখানেই ছাউনি গাড়ো!


হুল্লোড় করে সেপাইরা নেমে পড়ে কাজে। তাঁবুতে তাঁবুতে চারদিক ছেয়ে যায়।


রান্না চাপে। সাত হাজার সেপাই খাবে····
ঘোড়াগুলিকে রাতের মতো বিশ্রাম দেওয়া হয়
ওদিকে, সেনাপতি লিয়াকত খাঁ-র শিবিরে
দুর্গের দরজা বন্ধ, মনে হচ্ছে শিবাজী ভেতরেই লুকিয়ে আছেন
পাহাড়ি ইঁদুর খাঁচায় ধরা পড়েছে— কী বলো?
দুর্গ ছেড়ে বেরোলে নিশ্চয়ই দরজা খোলা রেখে যেত


বিশ্বাস নেই। ব্যাটা এমন ধড়িবাজ, দুজন লোককে কেল্লায় রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে চম্পট দিতে পারে।
কিন্তু পালায়নি, —দুর্গেই আছে। আমি চরের মুখে খবর পেয়েছি।
অন্ধকারে সবার চোখ এড়িয়ে চুপিচুপি এসে দাঁড়ায় সদাশিব। কান পেতে শোনে—
কিন্তু ওদের তো চর আছে। সেই বেইমান ঘোড়াচোরটা!
জানি। হাতে পেলে ব্যাটাকে কচুকাটা করে ফেলতুম!
রত্নাজীর কথা বলছে!
একজন জোয়ান ফৌজদার এসে ঢোকে
সেলাম, হজরত
কী খবর?


বারুদের পিপে ছাউনির পিছনে কানাত ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। কামানগুলো এখনও গোরুরগাড়ির ওপর।—নামাব কি ?
অ্যাঁ! বারুদের পিপে··· তাহলে ছাউনির পেছনে !!
অন্ধকার হয়ে গেছে। কামান গোরুর গাড়ি থেকে নামাবার দরকার নেই। কাল সকালে দুর্গের সামনে কামান বসাব। আজ তোমরা আরাম করো। তবে হ্যাঁ,—
রাতে যেন পাহারা পুরোদস্তুর থাকে।


হঠাৎ
উঃ!
কে তুই?
বল, এখানে কী মতলবে এসেছিস?
আবার একপাল ছাগলও রয়েছে দেখছি সঙ্গে!
কী হয়েছে, বব্বন মিঞা?





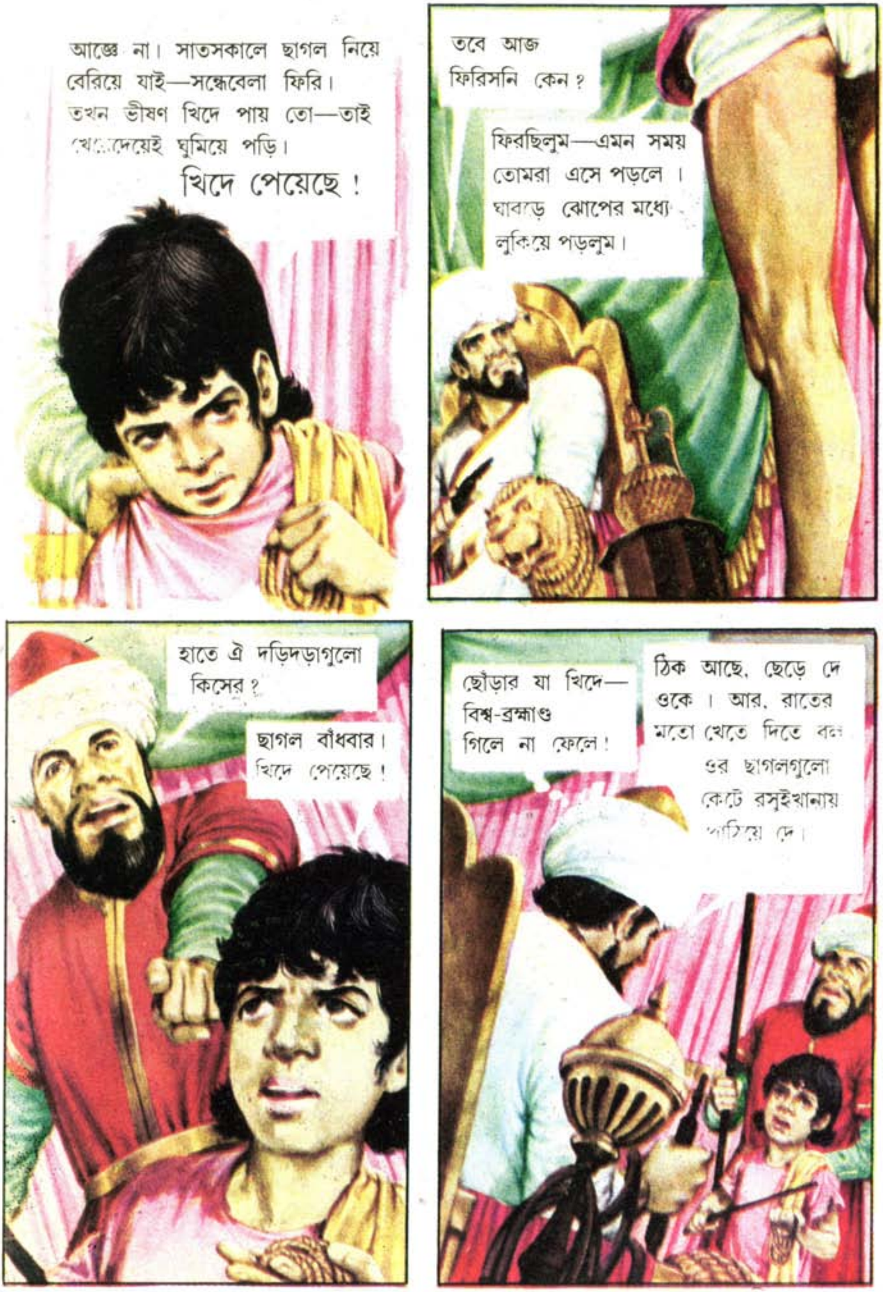
হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে সদাশিব







অ্যা-ই !···হুজুর শুধোচ্ছেন তুই-কাঁদছিস কেন ?
খিদে পেয়েছে !
ইঃ—!···খিদে পেয়েছে ! খিদে অমনি পেলেই হল—না ? আগে হুজুরের কাছে নিজের নাম-ধাম দাখিল কর !
আমার নাম সদাশিব, দুর্গের রাখাল। ছাগল চরাই।
দুর্গে ছাগল ! —মানে !
মা জিজাবাঈ রোজ ছাগলের দুধ খান যে ! ···আমার খিদে পেয়েছে !
তার মানে, দুর্গের অনেক খবর-ই তুই জানিস !

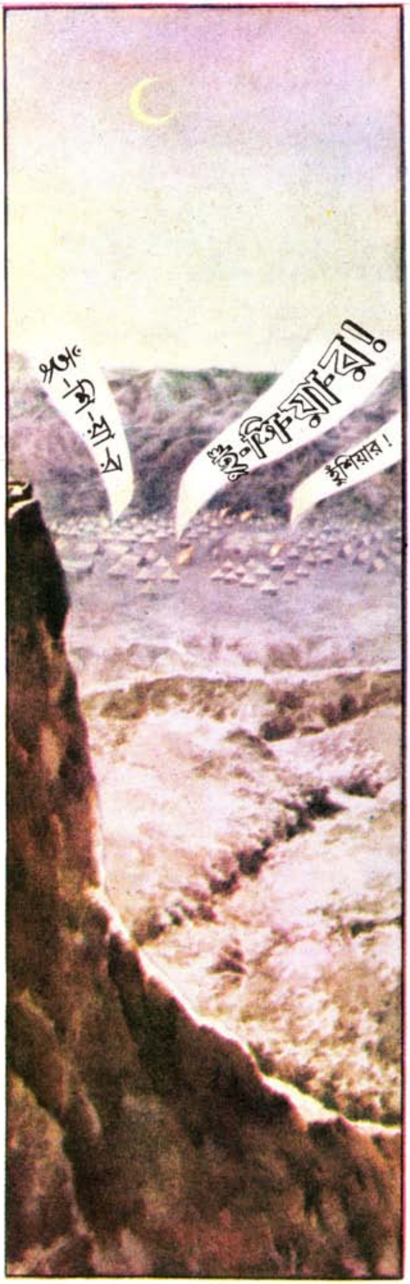

আজ্ঞে না। সাতসকালে ছাগল নিয়ে বেরিয়ে যাই—সন্ধেবেলা ফিরি। তখন ভীষণ খিদে পায় তো—তাই খেয়েদেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।
খিদে পেয়েছে !
তবে আজ ফিরিসনি কেন ?
ফিরছিলুম—এমন সময় তোমরা এসে পড়লে । ঘাবড়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লুম।
হাতে ঐ দড়িদড়াগুলো কিসের ?
ছাগল বাঁধবার। খিদে পেয়েছে !
ছোঁড়ার যা খিদে— বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গিলে না ফেলে !
ঠিক আছে, ছেড়ে দে ওকে । আর, রাতের মতো খেতে দিতে বল ওর ছাগলগুলো কেটে রসুইখানায় পাঠিয়ে দে।


মনে মনে · · ·
যাক—!
প্রথম কাজটা
হাসিল হয়েছে।

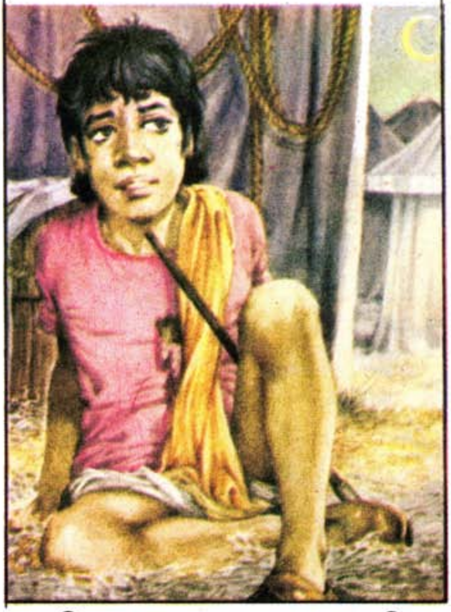

খেতে বসে
জোর বরাত!
যত পারিস
খেয়ে নে ছোঁড়া।
এমন খাবার
জন্মেও দেখিসনি।


খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে · · ·
এবার চুপচাপ ঐ
বিচালিতে শুয়ে পড়।
বেশি ঠাণ্ডা লাগলে
তলায় ঢুকে পড়িস!


বিচালির তলায় শুয়ে
বাপ রে! কী হাড়কাঁপানো শীত রে বাবা!
রাত ক্রমে গভীর হয়···
সারা শিবির স্তব্ধ···
দূরে দূরে নৈশ প্রহরীরা হাঁকে···
হুঁ-শি-য়া-র



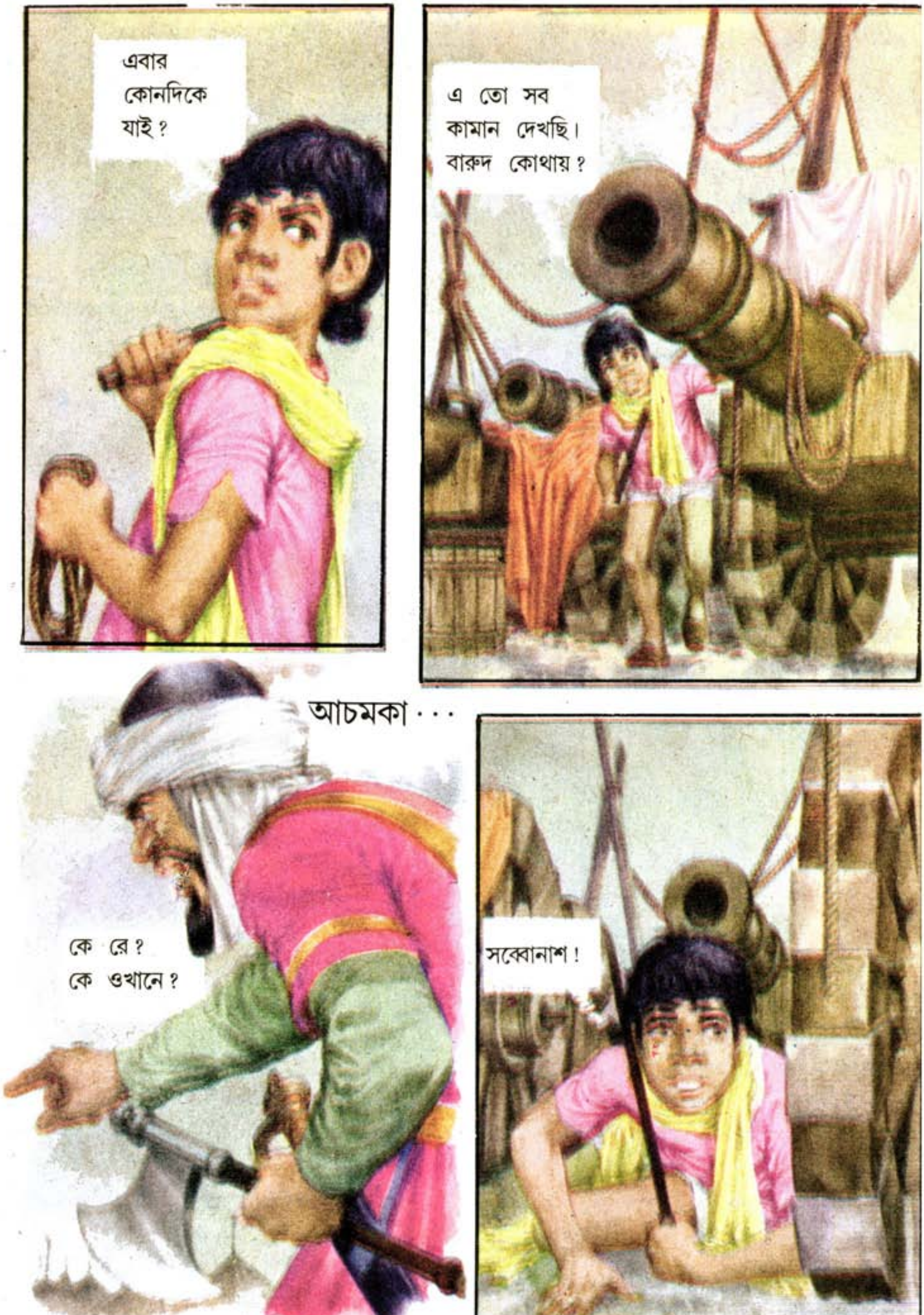
সদাশিব উঠে বসে···

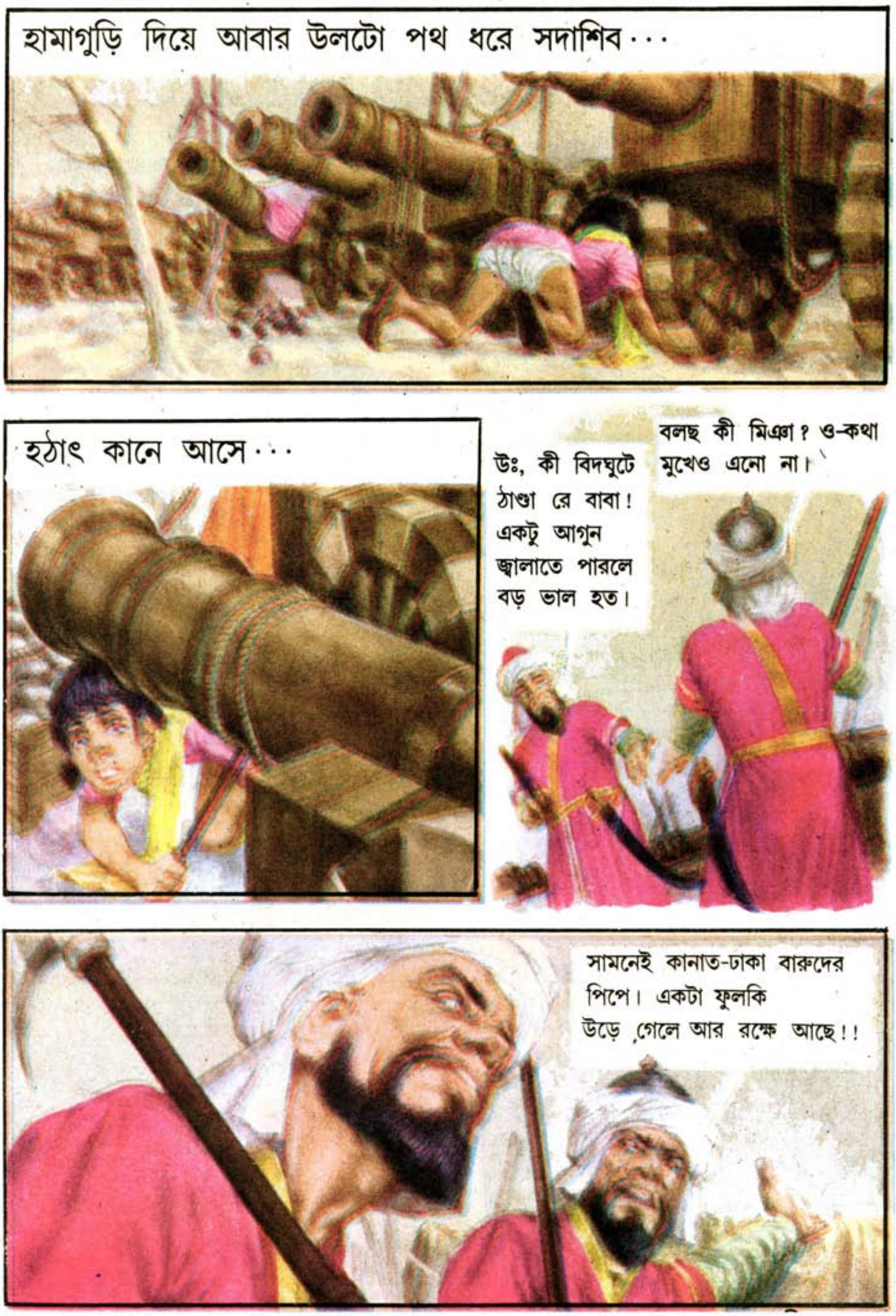


চকমকি পাথর আর নারকেল-দড়ি সঙ্গে নেয়




তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে রাতের অন্ধকারে
বারুদের পিপেগুলো কোথায় থাকতে পারে···?
বারুদের পিপে খুঁজতে বেরোয় সদাশিব
একবার এ-দিক···
একবার ও-দিক···


এবার কোনদিকে যাই ?
এ তো সব কামান দেখছি। বারুদ কোথায় ?
আচমকা · · ·
কে রে ? কে ওখানে ?
সব্বোনাশ !

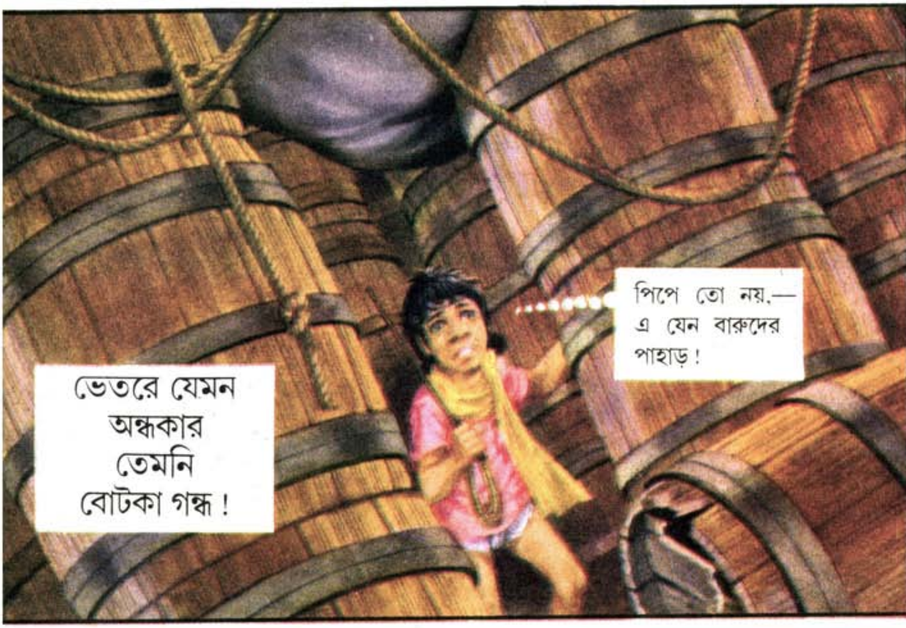

হামাগুড়ি দিয়ে আবার উলটো পথ ধরে সদাশিব...
হঠাৎ কানে আসে...
উঃ, কী বিদঘুটে ঠাণ্ডা রে বাবা! একটু আগুন জ্বালাতে পারলে বড় ভাল হত।
বলছ কী মিঞা? ও-কথা মুখেও এনো না।
সামনেই কানাত-ঢাকা বারুদের পিপে। একটা ফুলকি উড়ে গেলে আর রক্ষে আছে!!

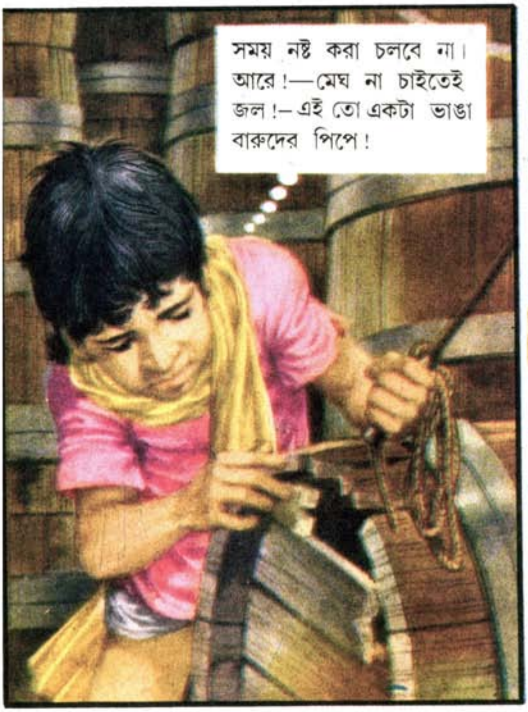

পেয়ে গেছি! জয় মা ভবানী!
তার মানে ঐ কানাতের নীচেই আছে ওদের মরণবাণ


গিরগিটির মতো সদাশিব এগিয়ে চলে কানাতের দিকে


মিঞা, এ-সময়ে এক পেয়ালা শিরাজি হলে কেমন হত?
শিরাজি মাথায় থাক। এক ভাঁড় তাড়ি পেলে বর্তে যেতাম, আগা।


ফাঁক বুঝে সদাশিব
কানাতের তলায় সুড়ুত করে ঢুকে পড়ে


ভেতরে যেমন অন্ধকার তেমনি বোটকা গন্ধ !
পিপে তো নয়,— এ যেন বারুদের পাহাড় !


সময় নষ্ট করা চলবে না। আরে !—মেঘ না চাইতেই জল !– এই তো একটা ভাঙা বারুদের পিপে !


নারকেলদড়ির একটা দিক আচ্ছা করে গুঁজে দেয় সেই ভাঙা জায়গাটায়...


তারপর দড়ির অন্য দিক কিছুটা দূরে টেনে এনে ট্যাঁক থেকে সাবধানে বার করে চকমকি পাথর !
ঠুক... ঠুক... ঠুক...
ঠুক... ঠুক...
ঠুক...
আওয়াজ যদি কারও কানে যায় নির্ঘাত আমার গর্দান যাবে।
জ্বলেছে!

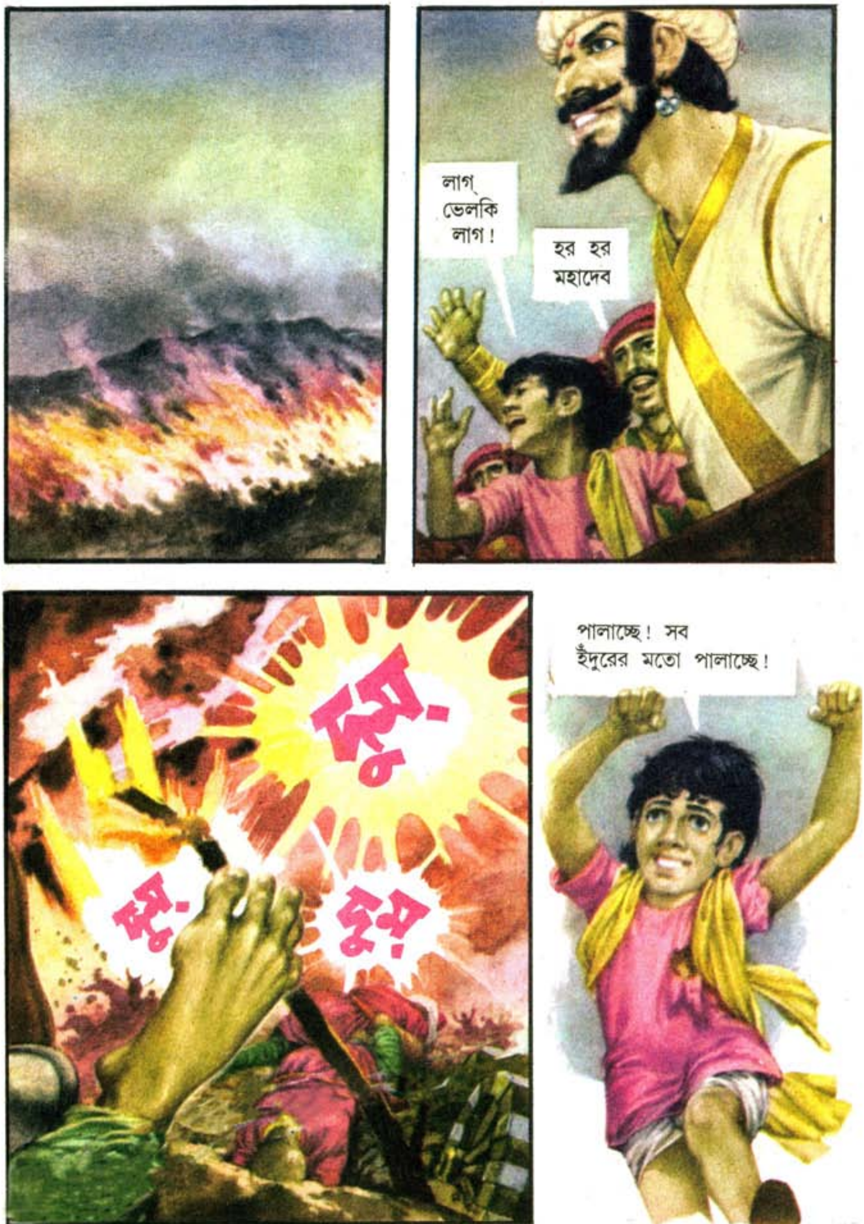

জ্বলন্ত দড়িটা ফেলে রেখে...
এবার সটকে পড় বাবা সদাশিব !
যাক, আশেপাশে কেউ নেই !
চুপিচুপি অন্ধকারে শেয়ালের মতো মিলিয়ে যায় সদাশিব


দরজা খোল!
—দরজা খোল!
আরে!
সদাশিব!


দুর্গের ছাদে...
তোমার দেওয়া কাজ আমি করে এসেছি শিব্বারাও!
শাবাশ!
বাঃ!


আমি জানতাম, তুমি এ-কাজ পারবে। নারকেল-দড়িতে একবার যখন আগুন লেগেছে, তখন···
ওকী?
দুম্...


আরে!
জয় মা ভবানী! বারুদে আগুন ধরে গেছে!
দুম্
দুম্
দুম্
দুম্
বাঁচাও!
পালাও!
বাঁচাও!


লাগ্ ভেলকি লাগ!
হর হর মহাদেব
দুম-
দুম-
দুম!
পালাচ্ছে! সব ইঁদুরের মতো পালাচ্ছে!



'অগ্নিকাণ্ড'
এখানেই শেষ।

এর পরে শুরু হবে
'দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড'